খেয়া

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696
e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016
॥ Vol 04 । Issue 4 । 15 April 2015 । Price Rs. 2.00 ।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা ২০১৫ একটি প্রতিবেদন

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্মান জানাতে স্কুলের অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নিবেদিত হল উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা, ২০১৫ গত ২৯শে মার্চ, ২০১৫ রবিবার, সন্ধ্যা ৬-৩০টায় কলকাতার অবনীন্দ্রনাথ সভাগৃহে। বক্তৃতার বিষয় ঃ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় কি ধ্বসের মুখে? বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবিবেকী গবেষক, লেখক ও চিন্তক সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ্যালমনির সম্পাদক রজত ঘোষ অল্প কথায় অনুষ্ঠানের মুখবন্ধ করে কানায় কানায় পরিপূর্ণ সভাগৃহের সমস্ত অতিথি ও শ্রোতাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। শ্রোতাদের মধ্যে প্রাক্তনীদের উপস্থিতি ছাড়াও স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ অতিথি স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বনামধন্য শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার সিংহ, বক্তা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধউপেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র সরোজকুমার দত্ত মহোদয়দের পুষ্পস্তবক দিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চে বরণ করে নেন অ্যালমনির সভাপতি প্রবীর কুমার সেন।

বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটিকে বক্তৃতার বিষয় বস্তু হিসাবে নির্বাচন প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা মাধ্যম তথা দেশীয় ভাষায় স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে দৃষ্টির কেন্দ্রে নিয়ে এসে তার পরম্পরা, অবদান-অর্জন, সমস্যা-দুর্বলতা, তার উন্নতিবিধানের পন্থা ও সম্ভবনা বিশ্লেষণ ও বিচারের একটি ধারাবাহিক চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই উপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিতে এই বক্তৃতামালা প্রবর্তন করে তাঁর মতো এক আদর্শ শিক্ষককে সম্মান জানাতে আমাদের এই প্রয়াস।

দিলীপ কুমার সিংহ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উপেন্দ্রনাথ দত্তের শিক্ষক, প্রশাসক ও ব্যক্তিসত্তার দিকগুলো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধাপে ধাপে কীভাবে সামগ্রিক উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ, তার এক বর্ণময় চিত্র তুলে ধরেন শ্রোতাদের চোখের সামনে। উপেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতার কথা বারবার তাঁর কথায় উঠে আসে। দিলীপবাবু জোরের সঙ্গে বলেন যে, এই সফল নেতৃত্ব দেবার মধ্যেই আছে, যে কোন প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন আর তা রক্ষা করার চাবিকাঠি।

এরপর বক্তব্য রাখতে আসেন মূল বক্তা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর প্রাক্-কথনে পরিষ্কার করে দেন যে তাঁর আলোচনা হবে

এই মাসের অনুষ্ঠান

নববর্ষ আমাদের কাছে আসে এক নতুনের বার্তা নিয়ে, নব নব রূপে ব অঙ্গিকে। নতুন আভরণে নিত্য নতুন ছন্দে। নববর্ষ আবার ফেলে আসা দিনের স্মৃতির পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অ্যালমনি নতুন বছরের ২৬ এপ্রিল, '১৫ রবিবারের সন্ধ্যায় জমায়েত হব আমাদের জগদ্বন্ধুর অ্যালমনি-র ঘরে, প্রসঙ্গ ঃ নববর্ষ। গান কবিতা আর আড্ডার ফাঁক ফোঁকরে ফিরে ফিরে দেখব আমাদের অ্যালমনিকে অগ্রজদের কাছে শুনব ইতিহাস আর অনুজদের থেকে জানব ভবিষ্যৎ। সুতরাং প্রাক্তনীরা আপনারা আসুন। সবান্ধবে, ব্যাচে-বে-ব্যাচে...

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি অরবিন্দ বোস '৬৬-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

মূলত পশ্চিমবাংলার আশিভাগ স্কুলগুলিকে নিয়ে, যা শহরকেন্দ্রিক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় বৃত্তের বাইরে। শুরুতেই বিগত চারদশকে পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থার বিবর্তনের তথ্যভিত্তিক রূপরেখার তিনি একটা আন্দাজ দেন। এই দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষার চাহিদা, বিস্তার ও মানের যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার একটা সম্যক ধারণা দেবার চেষ্টা করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োগে নিয়ামক, প্রশাসক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকার ভালোমন্দ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। কাঙ্ক্ষিত পাঠ্যক্রম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পাঠ্যপুস্তকের মানের কথাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার নির্যাস আদতে ছাত্রছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষিত করে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য যোগ্য করে তুলছে কিনা সেটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। তিনি নানা উদাহরণের মধ্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেন ভালো নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই মুখস্থ বিদ্যার ফসল তুলেছে অথচ শিক্ষার গভীরে পৌঁছে তা সার্থকভাবে অর্জন করতে পারেনি, আবার সব শিক্ষক তাঁদে র শিক্ষাপ্রদানের সঠিক পদ্ধতি ও মান সম্বন্ধেও যথাযথ সচেতন নন। এরই সঙ্গে উঠে এল বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ব্যবস্থার বাইরে বিভিন্ন কোচিং ক্লাসের ব্যাপক বিস্তার ও তা যেন প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য অপরিহারযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন ... তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কি অসম্পূর্ণ থাকছে, না কি ব্যবস্থায় ফাঁক বা ফাঁকি থাকছে! এমন সব অনেক প্রশ্নই তুলে দিলেন সন্দীপবাবু তাঁর আলোচনার মধ্য দিয়ে। সব মিলিয়ে এই সীমিত সময়ের আলোচনা যে তাঁর ঐকান্তিক বীক্ষণ ও গবেষণাপ্রসূত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলেন সবাই ও সাধুবাদ জানালেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে দৃষ্টি কাড়লেন স্কুলের আর এক প্রাক্তনী বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও অধ্যাপক চিন্ময় গুহ। তিনি মনে করেন বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন থেকে শিক্ষাজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রাজনৈতিক দলদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তারই ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার এই অধঃপতন। তাঁর মতে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দলীয় রাজনীতি দূর না করা গেলে আগামী দিনগুলো হবে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ ছাড়া মূল শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে কিছু নীতিচ্যুত অর্থলোভী শিক্ষক সম্প্রদায় পরিচালিত 'শিক্ষার কালোবাজার'। এই কালোবাজারের রাহুগ্রাস থেকে যত শীঘ্র মুক্তির প্রয়োজন সুস্থ শিক্ষার স্বার্থে।

সভার শেষে সমাপ্তি পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যালমনির কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত। বিশিষ্ট অতিথি, দর্শক ও সমস্ত সহযোগীদের যথাযথ সম্মান ও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তার আগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ভোলেননি আনন্দবাজার, আজকাল ও এইসময় পত্রিকার কর্তৃপক্ষদের, তাদের পত্রিকায় এই অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে আগাম লেখা প্রকাশ করার জন্য। অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর সমবেত সবাই-এর জন্য ব্যবস্থা ছিল ছোট্ট একটা চা-এর আড্ডা।

— দীপাঞ্জন বসু '৬৪

বিজন চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে

৯৬ বছর বয়সে ১০ মার্চ সকাল ৯-৩০এ, আমাদের সকলের প্রিয় বিজনদা, বিজন চট্টোপাধ্যায় চলে গেছেন। আমাদের বিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের ছাত্র তিনি। বিজনদা, ঢাকুরিয়ায় এবং 'কুটুদা' নামেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, বিদ্যালয় ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে করণিক হিসেবে, তারপর যোগ্যতাবলে সহকারী পরীক্ষা-নিয়ামক হয়েছিলেন। বিজনদার আদি বাসস্থান ছিল উত্তরপাড়ায়। তাঁর পিতা রবীন্দ্রানুসারী কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় 'নতুন খাতার' কবি হিসেবে সাহিত্য সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। বিজনদাও ছিলেন স্বভাব কবি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজের লেখা দীর্ঘ কবিতা, কাগজ না দেখে বলে যেতে পারতেন। এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। 'মিত্র ঘোষ'-র সাহিত্যিক আড্ডায় প্রায়ই স্বমহিমায় তাঁকে দেখা যেত। নিজস্ব অনুভব ও স্বাভাবিকতায় অর্ধশতাব্দী ধরে তাঁর অসংখ্য কবিতা সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। শব্দচয়ন ও ছন্দ ব্যবহারে তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। যতদিন ধরে লিখেছেন সেই তুলনায় তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা কম। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভোরের আলো' বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া ছোটদের 'ছড়ায় ছড়ায় নীতি গল্প', 'কিছু কথা, কিছু সুর', 'প্রিয়তমাসু', 'দিনান্তের ছবি' এবং সর্বশেষে অনুবাদ গ্রন্থ সাইবাবা স্মরণে 'অমৃতমন্ত্র' তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করেছে। প্রচারবিমুখ বিজনদাকে বয়স কাবু করতে পারেনি, অসাধারণ মনের জোর, অদ্ভুত প্রাণশক্তি, স্মৃতি শক্তিতে ভরপুর, অসামান্য কবিত্বশক্তি নিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সমান সতেজ, সবল এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলা আকাদেমি সভাঘরে 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশনের তরফ থেকে তাঁকে 'গজেন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয়েছিল। 'ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী' দেন 'সুধীর স্মৃতি পুরস্কার'। ২০০৬ সালে, ক্রিকেট ক্লাব অব ঢাকুরিয়া হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ সম্মান প্রদান করেন। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী, জামাতা এবং অসংখ্য শোকাকুল আত্মীয় পরিজনদের তিনি রেখে গেছেন। বিজনদার মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ পরিবারের পক্ষ থেকে সুন্দরভাবে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

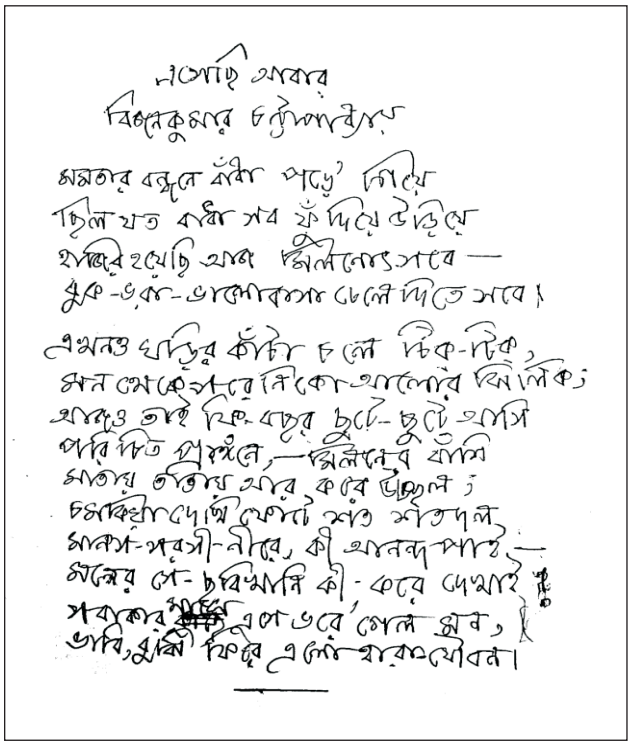

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনে প্রাক্তনীদের একান্ত ইচ্ছে ছিল যে, বিজন চট্টোপাধ্যায় শতবর্ষে পদার্পণ করলে, একটি জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবে কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না।

— সুকমল ঘোষ, ১৯৬৯

চলে গেলেন আমাদের ধবিজনদা, আমাদের সকলের অন্তরের অজস্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ডালিটি নিয়ে। বিজন চট্টোপাধ্যায় এই নামটির চেয়ে আমাদের আন্তরিকতা মাখানো তাঁর 'বিজনদা' এই ডাকটিই তাঁকে আমাদের আরও কাছে ধরে রাখতে চাইত। ৯৬ বছর বয়স পর্যন্ত তাই রেখেছিল। গত পুনর্মিলন উৎসবের সময় তাঁর কাছে আবদার করেছিলাম, আর অন্তত চারটে বছর আমাদের ভিক্ষা দিন, আমরা আপনার শতবার্ষিকী পালন করব। রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। চলে গেলেন হঠাৎ। রয়ে গেল তাঁর অফুরন্ত স্মৃতি। ধুতি পরা (আজকের বাজারে এই না কত দুর্লভ দৃশ্য!) সেই ক্ষীণকায় কিন্তু প্রাণোচ্ছল মানুষটি। আমাদের সমিতির নানা অনুষ্ঠানে আসতেন। স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাতেন কত। আর কথা? সে ছিল অবিশ্রান্ত যার প্রতিটি পদ থাকত দরদে ভরা। স্মৃতিশক্তির প্রখরতা। গেছেন পরিণত বয়সেই, স্বাভাবিক প্রস্থান। কিন্তু মানুষের আশার তো শেষ নেই। তাই আরও কিছুদিন ধরে রাখতে চেয়েছিলাম, অন্তত আর চারটি বছর। আশা তো আর বাধা মানে না। 'ধন্য আশা কুহকিনী'!

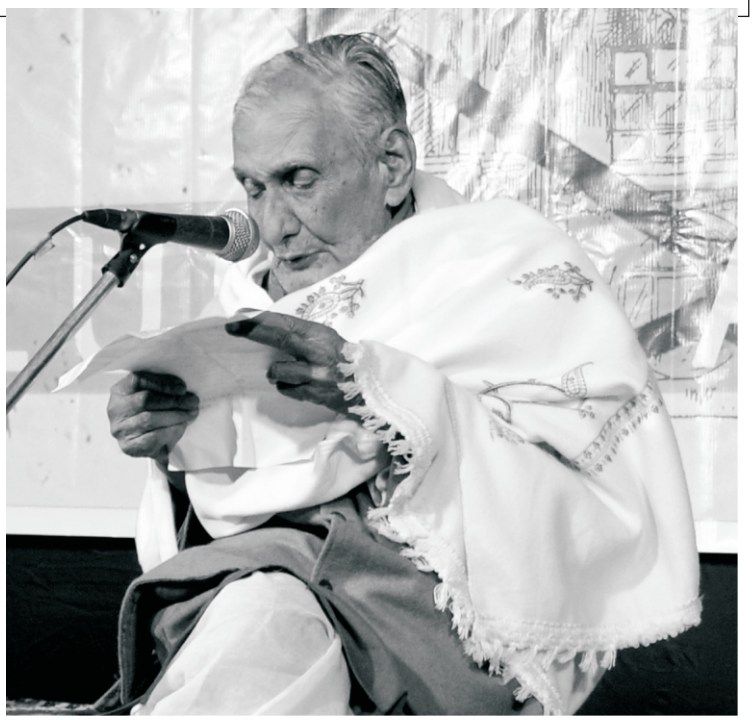

কিন্তু কোথায় গেলেন ধবিজনদা? মানুষের এই জিজ্ঞাসা তো অনন্তকালের। এর কোন অবিতর্কিত উত্তর আজও মেলেনি। প্রবাদ আছে — নানা মুনির নানা মত। এটা আসলে মহাভারতের কথা — নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্, হেন মুনি নেই যাঁর মত অন্যজনের মত থেকে ভিন্ন নয় (বনপর্ব, বক-যুধিষ্ঠির সংলাপ)।

আমাদের মানুষের মধ্যে বা যে-কোন প্রাণীর অস্তিত্বে যেটা চোখে দেখি সেটা তার দেহ। দার্শনিকেরা বলেন, এই দেহকে যে পরিগ্রহ করে থাকে তার নাম আত্মা। সে অনাদি ও অনন্ত - অমর। এক এক দেহকে যখন পরিগ্রহ করে অর্থাৎ সেখানে অধিষ্ঠিত হয় তখন সে হয় জীবাত্মা অর্থাৎ ঐ বিশিষ্ট জীবের আত্মা। পরমাত্মারই জীবে অভিব্যক্তি ঘটে। যেমন মহাকাশের অভিব্যক্তি ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ রূপে। ঘটটি ভেঙ্গে গেলেও ঘটের মধ্যকার ঐ আকাশ থেকেই যায়, মিলিয়ে থাকে মহাকাশের মধ্যে। কাজেই বস্তুত কোন মানুষের অর্থাৎ জীবাত্মার বিনাশ হয় না। শুধু মৃত্যুর পর আর উপলব্ধি হয় না, এই যা। ''অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ'' অর্থাৎ অ-দৃষ্ট কোথাও থেকে শরীরে ধরা দিয়ে আবার কালান্তরে অ-দৃষ্ট কোথাও মিলিয়ে যায়। এই মিলিয়ে যাবার অর্থ বিনষ্ট হওয়া নয়, পরমাত্মায় বিলীন হওয়া।

কিন্তু মানুষ চায় 'রম্যবস্তুসমালোক' অর্থাৎ যাকে ভালবাসে তাকে দেখে তৃপ্ত হতে, কাছে পেতে। এই কাছে পাওয়ার নামই জীবন। আর মিলিয়ে যাওয়াই মৃত্যু। এই জীবনকালটা অনন্তকালের তুলনায় ক্ষণিক। ঐ অনন্তকালটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ 'প্রকৃতি' আর মধ্যবর্তী ক্ষণিক জীবনকালটা হল 'বিকৃতি'। কালিদাসের ভাষায়, মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ (রঘুবংশ, ৮ম সর্গ)।

কিন্তু এইসব দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের মতন সাধারণ মানুষের মনে ধরে না। তাই সব কিছু জেনেও আমরা মৃত্যুর ঘটনায় শোকগ্রস্ত হই। কোনরকম আধ্যাত্মিক ভাবনায় যারা বিশ্বাসী নন (এমন ব্যক্তি বহু আছেন এবং তাঁদেরও একটা যুক্তিধারা আছে) তাঁদের পক্ষে তো মৃত্যুর জন্য শোক আরও স্বাভাবিক। উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা বস্তু সত্য, তা হল স্মৃতি। তাই আমরা স্মৃতিমন্থন করে তৃপ্ত হতে চাই। প্রিয়জন আমাদের স্মৃতির মধ্যে সততই প্রত্যক্ষ হয়। তাই ধবিজনদা আমাদের স্মৃতির মধ্যে নিরন্তর বিরাজ করুন। তার জীবাত্মা যেখানে যেভাবেই থাকুক, পরম শান্তিতে থাকুক। এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আবার এখানেও ঝুঁকি আছে। বেদান্ত দর্শন মতে আত্মা নির্গুণ। তবে তো সেখানে শান্তিও থাকতে পারে না। এ তত্ত্বও আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই আসুন, আজ আমরা সকলে ধবিজনদার স্মৃতিটুকুই ধরে থাকি নির্বিবাদে। তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, আছেন আমাদের অনুভূতিতে এবং থাকবেন আমাদের স্মৃতিতে। আর 'স্মৃতি সততই সুখের।'

প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৫)

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। খাণ্ডব দহন ।।

এমনটা কেবল কল্পনাই করা যাক . . .

জমি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে জনৈক শিল্পপতির। উর্বর কৃষিক্ষেত্রকে তিনি সু-উচ্চ কারখানা বানাতে চান রাতারাতি। সরকার-পক্ষ শিল্পপতির পাশে এসে দাঁড়াল। অন্যদিকে যুযুধান বিরোধী পক্ষ কৃষকদের সামনে রেখে একদম বিপরীত ক্রমে গণ-অভ্যুত্থান শুরু করে দিল। বহু বিতর্ক শাখা-প্রশাখা মেলল। দুই পক্ষই তাদের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর চুলচেরা বিশ্লেষণ শুনল। কৃষি বনাম শিল্পের একটা মহাপ্রতিযোগিতা ক্রমশ ফুলে ফেঁপে আদিগন্ত বিস্তৃত এক খণ্ড সবুজ ভূখণ্ডকে অর্ধনির্মিত ইমারতের কঙ্কাল করে ফেলে অবশেষে এক আধুনিকতম মহেঞ্জোদারোর সৃষ্টি করল!... রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতি, পাশার দানের উল্টে পড়া, ঘটন-অঘটন — এমন অনেক কিছুই ঘটল তারপর; কিন্তু সেই একখণ্ড জমি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলল তার মাত্রচিত্রগত কোনো নির্দিষ্ট পরিচয়...

সাম্প্রতিক বাংলার ইতিহাসে চোখ বোলালে এই ঘটনাটা আমাদের কাছে বহুল পরিচিত। এই জমির জট নিয়ে রাজনৈতিক তরজায় আমরা এখন প্রায় নব-সংস্কৃতির পথিকৃৎ হতে চলেছি! কিন্তু আমার আলোচনার দৃষ্টিকোণটা জমি-মালিক, জমি-সেবক বা জমি সংক্রান্ত রাষ্ট্রনেতাদের প্রবচনের বিচার-বিশ্লেষণে উৎসুক নয়; আমি ওই বেচারা জমিটা — যে আজ উপেনের তো কাল জমিদারের আমগাছের স্বত্বে বেঁচে থাকে (তুলনাটা 'দুই বিঘা জমি' কবিতা থেকেই টানলাম!), তার আইডেনটিটি ক্রাইসিস নিয়েখ

কিন্তু এই কলামে তো আমি পুরাণ নিয়ে লেখার ধৃষ্টতা দেখাই; তবে?

এবার সেই বাঁকেই ফিরছি। পুরাণেও সভ্যতা এবং নগরায়নের চাপে এমনই আগ্রাসনের মুখে পড়তে হয়েছিল প্রাকৃতিক ভূখণ্ডকে। তখন প্রেক্ষাপট হয়তো আলাদা ছিল, আলাদা ছিল মানুষের সমাজের চাহিদাগুলোও — কিন্তু আল্টিমেটলি, মহাপুরাণ মহাভারতও দেখাচ্ছে জমি নিয়ে রাজায় রাজায় যুদ্ধের একটা খণ্ডচিত্র। অবশ্য এখানে সরকার পক্ষ অর্থাৎ স্বর্গের ইন্দ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের রিজারভেশনের পক্ষে (উপরের উদাহরণে যেখানে সরকার প্রকৃতি ধ্বংস ও শিল্প প্রসারে আগ্রহী!) এবং যুযুধান বিপক্ষ অর্থাৎ মধ্যম পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রকৃতি ধ্বংসে উদ্যত (এনাদের অবশ্য 'জমি বাঁচাও কমিটি' করলেই স্বার্থে ঘা পড়ত!)... এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য মহাভারতের সেই এক টুকরো জমি নগরায়নের ধারায় তার আইডেনটিটি খুঁজে পেয়েছিল; দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিকতম জমিরা সেই পরিচয় নিশ্চিততা থেকে বঞ্চিত!...

মহাভারতের রেফারেন্সে যে প্রাকৃতিক ভূখণ্ডের কথা উল্লেখ করতে চাইছি, তার নাম — 'খাণ্ডব প্রস্থ'। আধুনিক দিল্লী ও জয়পুরের মাঝামাঝি মিরাটের কাছে মহাভারতীয় ভূগোলের কোনো স্থান হবে এই যায়গাটি। খাণ্ডব-এর পর 'প্রস্থ' শব্দটার ব্যবহারে মনে হয়, দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থেই বিস্তৃত ছিল স্থানটি; সোজা করে বললে বোঝায়, বেশ গোলাকার ভূখণ্ড ছিল সেই এই খাণ্ডব বন। এই খাণ্ডব বন সাফ করেই রাজা যুধিষ্ঠির-এর ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী স্থাপন হয়েছিল; তার মনে এখানেও এই নগরী স্থাপনে ভূখণ্ডটির উপবৃত্তাকার গঠন শৈলীটাকেই ধরে রাখা হয়েছিল . . .

খাণ্ডব প্রস্থের এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভৌগোলিক গঠনের কারণ সম্পর্ক মনে হয়, যমুনা নদীর কোলে এই স্থান অবস্থিত ছিল। যমুনা নদীই খুব সম্ভব খণ্ডবপ্রস্থকে অরণ্যে পরিপূর্ণ করা এবং নদীর গতি পথের ধারায় অশ্বক্ষুরাকৃতি (অর্থাৎ অর্ধগোলাকার) গঠন দেওয়ার জন্য দায়ী; কারণ, মহাভারত বলছে, অগ্নি যখন খণ্ডববন দহনের আবদার নিয়ে কৃষ্ণার্জুনের কাছে ব্রাহ্মণবেশে আসেন, তখন পার্থ ও কেশব যমুনা নদী তীরেই প্রমোদ করছিলেন . . .

ক্রমশঃ

facebook-এ status- দেওয়া বা

twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু

ছাপাখানার বিকল্প কী ?

প্রিন্ট গ্যালারি

১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,

ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.